বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা: অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস

প্রধান গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। স্বত্বাধিকারী অথবা প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ প্রকাশনা কোনো আকারে বা উপায়ে পুন:মুদ্রণ বা রূপান্তর করা যাবে না। যদি কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এ গ্রন্থের তথ্য অথবা গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করেন অনুগ্রহপূর্বক স্পষ্টভাবে গ্রন্থকারবৃন্দকে ও প্রকাশক'কে তথ্য-সূত্র হিসেবে স্বীকার করবেন। কোনো ব্যক্তি এই প্রকাশনা সম্পর্কে অনধিকার চর্চা করলে এজন্য তিনি ফৌজদারী অভিযোগ এবং ক্ষয়ক্ষতির দেওয়ানী দাবীর জন্য দায়ী থাকবেন। নীতি কৌশলের বিষয় হিসেবে 'এসোসিয়েশন ফর ল্যা- রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট' (এএলআরডি), 'নিজেরা করি', এবং 'সমতা' গবেষণালব্ধ ফলাফল অলাভজনক চেতনায়ন কর্মসূচি, গবেষণা ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট উদ্দেশে ব্যবহার করে।

এ গ্রন্থটি সমাজ থেকে সব ধরনের অস্বাধীনতা দূর করা এবং মানব উন্নয়নকে উৎসাহিত করার মূলে সম্ভাব্য সক্ষমতার অবদানসহ দেশ-বিদেশের সুশীল সমাজের বিভিন্ন পাঠকম-লীর জন্য রচিত হয়েছে। 'এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট' (এএলআরডি), 'নিজেরা করি' এবং 'সমতা' অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলের জন্য সচেতনায়ন কর্মসূচিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যার বাস্তবানুগ সমাধানে অবদান রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এএলআরডি, নিজেরা করি এবং সমতা'র সচেতনায়ন কর্মকা-কে এগিয়ে নিতে এ গ্রন্থটি ব্যবহারের সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে।

গ্রন্থে প্রকাশিত মতামত গ্রন্থকারবৃন্দের নিজস্ব। এএলআরডি, নিজেরা করি এবং সমতা'র অভিমত অনিবার্যভাবে এখানে প্রতিফলিত হয়নি।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য প্রধান গ্রন্থকার অথবা প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ:

আবুল বারকাত
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৬৬১৯০০-১৯ (এক্সটেনশন: ৪৪৩৫), ৯৬৬১৫১৬, ৮১১৬৯৭২, ৮১৫৭৬২১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৫৭৬২০
ই-মেইল: hdrc.bd@gmail.com; hdrc@bangla.net; info@hdrc-bd.com

সুপারিশকৃত উদ্ধৃতি:
আবুল বারকাত শফিক উজ জামান, মো: শাহনেওয়াজ খান, অভিজিৎ পোদ্দার, সাইফুল হক এবং এম তাহের উদ্দিন (২০০৮): বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা: অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস

মূল ইংরেজি

আবুল বারকাত প্রধান গ্রন্থকার

শফিক উজ জামান

মো : শাহনেওয়াজ খান

অভিজিৎ পোদ্দার

সাইফুল হক

এম তাহের উদ্দিন

মুখবন্ধ

বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী

ভাষান্তর

আবুল বারকাত

সুভাস কুমার সেনগুপ্ত

সেলিম রেজা

ALRD এএলআরডি HDRC Pathak Shamabesh SAMATA নিজেরা করি nijera kori

পাঠক সমাবেশ
একটি পাঠক সমাবেশ বই

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা: অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস

আবুল বারকাত, শফিক উজ জামান, মো: শাহনেওয়াজ খান, অভিজিৎ পোদ্দার, সাইফুল হক এবং এম তাহের উদ্দিন

পাঠক সমাবেশ কর্তৃক প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০০৯
স্বত্ব ২০০৯ আবুল বারকাত
সকল অধিকার সংরক্ষিত

বাংলাদেশে সাহিদুল ইসলাম বিজু কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত
পাঠক সমাবেশ
২৭ (নীচতলা) আজিজ সুপার মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮০-০২-৯৬৬২৭৬৬, ৯৬৬৩৫২৩
ই-মেইল pathak@bol-online.com
www.pathakshamabesh.com

প্রচ্ছদ: সেলিম আহমেদ
টাইপ সেট: পাঠক সমাবেশ কম্পিউটার
মার্ক প্রিন্টার্স কর্তৃক মুদ্রিত, ঢাকা

ISBN 984-70212-0017-7

প্রচ্ছদ অঙ্কনে
ঢাকা, বাংলাদেশ কর্তৃক মুদ্রিত

Bangladesh Tk. 300.00
UK. £ 10.00, US $ 20.00

শত্রু সম্পত্তি আইন বিধিবদ্ধকরণ ও বাস্তবায়ন এবং অর্পিত সম্পত্তি আইন নামে এর ধারাবাহিকতা বজায়ের মূলে রয়েছে গভীর এক ঐতিহাসিক চক্রান্ত দর্শন– যার ভিত্তি ধর্ম-ভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তানের সামন্ত-সামরিক স্বৈরাচারী শাসকরা পাকিস্তানকে পাকিস্তানীকরণের উদ্যোগ নিয়েছিল। প্রথম থেকেই তাদের উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের এবং বাঙালী সংস্কৃতিকে সমূলে উৎখাত করা। শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কার্যকরীতার অভিঘাতগুলো খুবই স্পষ্ট। এটি বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতা ও মুক্তি চেতনার প্রতি সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং সুপরিকল্পিতভাবে তাদের সামাজিক–সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বঞ্চনার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। সংশ্লিষ্ট জাতীয় বিপর্যয়টি এমনই যে, গত চার দশকে (১৯৬৫-২০০৬ সময়কালে) ২৭ লক্ষ হিন্দু খানার মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ খানা বা হিন্দু ধর্মের ৬০ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ এবং ব্যাপকভাবে শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন; হারিয়েছেন ২৬ লক্ষ একর ভূ-সম্পত্তি। ভূ-সম্পত্তির পাশাপাশি হারিয়েছেন অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। অর্পিত সম্পত্তি আইনে মোট আর্থিক ক্ষতির মূল্যমান (৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৭৫ ভাগের সমপরিমাণ (২০০৭ সনের মূল্যের ভিত্তিতে)। এছাড়াও মানব পুঁজি গঠনের ক্ষেত্রে জাতীয় ক্ষতি হয়েছে অপরিমেয়। যার মধ্যে আছে হিন্দু সংখ্যালঘুদের জোরপূর্বক গণহারে দেশত্যাগে বাধ্য করা, পারিবারিক বন্ধন ভেঙ্গে দেয়া, অন্যায় নিষ্পেষণ ও পারস্পরিক অবিশ্বাস, মর্মবেদনা, মানবিক সম্ভাবনাগুলোর ক্ষয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ব্যাহত হওয়া, স্বাধীনতাহীনতা, সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে ইন্ধন জোগানো এবং ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান ইত্যাদির মাঝে সুস্পষ্ট। এসবই হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতাহীনতা, অসহায়ত্ব, শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা, দারিদ্র ও বিচ্ছিন্নতাসহ বঞ্চনার এক চিরস্থায়ী চক্র সৃষ্টি করেছে। সমগ্র এ বিষয়টি হিন্দু সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দশা, বঞ্চনা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টিসহ সাম্প্রদায়িক মানস-কাঠামোকে ঐতিহাসিকভাবে একটি অসাম্প্রদায়িক পরিপ্রেক্ষিতে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সহায়ক হয়েছে।

এ আইন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মূল চেতনা এবং সাংবিধানিক "সমতা, ন্যায্যতা, স্বাধীনতা এবং সমস্ত নাগরিকের জন্য ন্যায়-বিচার" ইত্যাদি চেতনার পরিপন্থি। এ আইন সাম্প্রদায়িক, অমানবিক এবং অগণতান্ত্রিক। বাংলাদেশে মানব উন্নয়নের জন্য একটি সত্যিকারের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলসহ এ আইনে ক্ষতিগ্রস্ত প্রকৃত মালিক এবং/অথবা উত্তরাধিকারীদের কাছে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়া ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।

শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু সংখ্যালঘুদের বঞ্চনার সমস্যা সমাধানে উষ্ণ-হৃদয় অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সাহসী নেতৃত্ব এবং সেই সাথে সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণের বলিষ্ট অংশগ্রহণ প্রয়োজন। ভবিষ্যত বাংলাদেশে সত্যিকারের মানব উন্নয়নের উপায় এবং লক্ষ্য হিসেবে স্বাধীনতা, মুক্তি ও চয়নের অধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া একান্ত জরুরি।

Get closer to Pathak Shamabesh at
www.pathakshamabesh.com

ISBN 984-70212-0017-7